দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ১

বিজ্ঞান শিক্ষা সঙ্কুচিত

সদ্য এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীদের এবার উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ এইচএসসি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে হলে সাধারণ অঙ্ক অথবা উচ্চতর অঙ্কে আলাদাভাবে যে কোন একটিতে কমপক্ষে ৮০ নম্বর পেতে হবে। এমনিতেই আসন সঙ্কটের কারণে প্রায় ৫৬ হাজার শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগে এ বছর ভর্তি হতে পারবে না। তার ওপর এ সিদ্ধান্তের ফলে এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে আরও হাজার হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নের সুযোগবঞ্চিত হবেন। স্পষ্টত, বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার পথ সরকার আরও একধাপ সঙ্কুচিত করল বলে দেশবাসী মনে করছে।

বাস্তবিকই, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকালে হয়ত দেখা যাবে, বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত কোন শিক্ষার্থীই নেই। যেহেতু যুগটি বিজ্ঞানের, সেহেতু একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন কিছু কল্পনাও করা যায় না। বিজ্ঞানকে বাদ দেয়ার অর্থ আধুনিকতাকে বিসর্জন দেয়া। আমরা কি তাহলে এই একবিংশ শতাব্দীতে পা দিয়ে পশ্চাদমুখী যাত্রা শুরু করব! এসএসসি পাস করে যেসব শিক্ষার্থী এইচএসসিতে ভর্তি হবে, তারা সবেমাত্র কৈশোর উত্তীর্ণ। কিছুদিন আগেও তাদের ছিল শৈশবকাল। কবি বলেছেন, 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। অর্থাৎ বর্তমানের শিশু, কিশোর ও তরুণরাই একদিন বড় হয়ে বিভিন্ন শাখায় তাদের মেধা-প্রতিভার পরিচয় দেবে।

এখনকার গ্লোবালাইজেশনের যুগে অন্যান্য উন্নত দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী ও উৎসাহী করে তুলবে, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের তরুণরা উন্নত দেশের তরুণদের তুলনায় পিছিয়ে থাকতে ইচ্ছুক নয় বলেই ধারণা করা যায়। তারা জায়গা পেলে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে তার পরিচয় রাখতে প্রয়াসী। অথচ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, দেশের অধিকাংশ স্কুল-কলেজে, এমনকি, বিশ্ববিদ্যালয়েও কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগে বিজ্ঞানচর্চার উন্নত ও সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে না। তারপর, বর্তমানে এইচএসসি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য যে-শর্ত দেয়া হয়েছে, তাতে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে ওঠা দূরের কথা, বলা যায়, যেটুকু পরিবেশ আছে তাও নষ্ট হয়ে যাবে এবং বিজ্ঞানচর্চাই সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। এ অবস্থা আমাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়ে তোলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বিজ্ঞানমনস্ক তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোন কাঠামো এখনও গড়ে তোলা হয়নি। তবে তরুণ-তরুণীরা সেজন্য নিষ্ক্রিয় নেই। দেশের বিভিন্নস্থানে বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর মাধ্যমে কয়েক হাজার তরুণ-তরুণী বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত। এদের মধ্যে অনেকেরই উদ্ভাবনী শক্তি তাক লাগিয়ে দেয়ার মতো। অযৌক্তিক কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের হতাশার সাগরে নিমজ্জিত না করাই সঠিক কাজ। আমরা আশা করব, কর্তৃপক্ষীয় মহল এ-ব্যাপারে আবার চিন্তাভাবনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।